**লালবাগ দুর্গের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো' উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

লালবাগ কেল্লা প্রাঙ্গণ, ঢাকা, শুক্রবার, ২৫ মাঘ ১৪২০, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীগণ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

লালবাগ দুর্গের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত মাস ফেব্রুয়ারি। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ভাষা শহীদদের। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ, সম্ভ্রমহারা দু'লাখ মা-বোন ও গণতান্ত্রিক  আন্দোলনের সকল শহীদকে ।

রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচীন মোগল স্থাপনা লালবাগ দুর্গে আজ দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো চালু হতে যাচ্ছে।

এই প্রযুক্তির মাধ্যমে দর্শকরা আলোআঁধারি পরিবেশে ঢাকার কয়েক-শ বছরের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে জানতে পারবেন। ঐতিহাসিক লালবাগ দুর্গে আগত দর্শনার্থী ও পর্যটকদের জন্য এটি হবে একটি নতুন আকর্ষণ।

মোঘল আমলের অনন্য স্থাপত্যকীর্তি লালবাগ দুর্গ আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনন্য নিদর্শন। অনিন্দ্য সুন্দর এ দুর্গের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও অনুপম স্থাপত্যশৈলীকে দেশের মানুষের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমরা আমাদের গত মেয়াদে ১৯৯৭ সালে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি। দীর্ঘ ১৭ বছর পর প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ দলের নিবিড় তত্ত্বাবধানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে।

এরসঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, আবৃত্তিকার, ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকি।

আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের দিক থেকে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের সম্পদ, মানুষের প্রতি বিদেশীদের এক ধরণের আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

সময়ের বিবর্তনে বিদেশীরা এখান থেকে চলে গেছেন। অবসান হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি বিজরিত স্থাপনাগুলো আমাদের জন্য এক মহামূল্যবান সম্পদ হিসেবে রয়ে গেছে।

এসব স্থাপনা আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলো শুধু ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

আমাদের রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম বালুকাময় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। অনিন্দ সুন্দর সুন্দরবন। রয়েছে পাহাড়পুর, ময়নামতির প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদসহ প্রাচীন অনেক স্থাপনা।

সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা গেলে এগুলো পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিণত হতে পারে। কর্মসংস্থানের  
পাশাপাশি আমরা আয় করতে পারি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজরিত স্থানগুলোও দেশি-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। একদিকে ইতিহাস সংরক্ষণ, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ করতে এসব স্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই যত্নবান। আমি মনে করি, যে জাতি যত ইতিহাস সচেতন, সে জাতি তত উন্নত। অতীত ঐতিহ্যই আমাদের উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আমরা বিগত ৫ বছরে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমন্ডিত স্থানগুলোর সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

আপনারা জানেন, ঐতিহাতিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে ঘিরে আমরা সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। স্বাধীনতা স্তম্ভের নির্মাণ কাজ শেষের পর্যায়ে।

একশো ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নওগাঁর পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের কান্তাজিউ মন্দির এবং বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের কাজ চলছে। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ও বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদ World Heritage Site- হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যাদুঘরের লবিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রজেক্টার ক্রিনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রসারের জন্য আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছি।

সুধিবৃন্দ,

অর্থনৈতিকভাবে আমরা আপাতত হয়ত খানিকটা দুর্বল অবস্থানে আছি। কিন্তু ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতি গর্ব করতে পারে। আমরা বাঙালি জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, মননে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

এজন্য শিক্ষাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের নিরমন্তর প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বছরের শুরুতে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর হাতে আমরা বিনামূল্যে বই তুলে দিচ্ছি। বাংলাদেশ আজ সর্বজনীন সাক্ষরতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

এইসব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা আশা করি, বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে ।

তৃতীয় মেয়াদে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে আমরা দেশের মানুষের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি।

সবার মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ অচিরেই বিশ্বের বুকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হবে - এই কামনা করে আমি দেশের প্রথম লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।